কমিশন কর্তৃক ১৫/০১/১২ তারিখে অনুমোদিত এফআরটি

➢

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কাফরুল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-৫৪, তাং-২১/০৭/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ হানিফ, সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, মার্কেটিং বিভাগ, রেমোটেক্স কর্পোরেশন, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা, পিতা-মজিবুল হক, চাপিরতলা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	রেমোটেক্স কর্পোরেশনের রশীদের মাধ্যমে ২,৭০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে আত্মসাত এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনেক মূল্যবান দলিল ফেরত না দেয়ার অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে দেখা যায়, আসামী জনাব মোঃ হানিফ, রেমোটেক্স কর্পোরেশনে কর্মরত থাকাকালে গত ০৩/০২/২০১০ তারিখে ৫০,০০০/-টাকা ঋনের জন্য আবেদন করেন এবং ০৯/০২/২০১০ তারিখে কোম্পানীর ডেবিট ভাউচারে স্বাক্ষর করে ৫০,০০০/-টাকা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ০১/০৯/২০০৭ তারিখে অগ্রীম বেতন হিসাবে ২০,০০০/-টাকা গ্রহণ করেন। এজাহারে উল্লিখিত ২০/০১/২০১০ তারিখে ২,০০,০০০/-টাকা অগ্রীম গ্রহণের বিষয় আসামী অস্বীকার করেন। তদন্তে প্রতীয়মান হয় ২,০০,০০০/-টাকা ঋণ প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনে আসামী জনাব হানিফ সহ সংশ্লিষ্ট কারো স্বাক্ষরের সাথে তারিখ নেই। ঋণ গ্রহণের ভাউচারের সাথেও কোন তারিখ নেই। মামলার বাদী স্বীকার করেছেন যে, এজাহারে উল্লিখিত ২,৭০,০০০/-টাকা ঋনের মধ্যে কিছু টাকা বেতন ভাতা হতে সমন্বয় করা হয়েছে। আসামী কর্তৃক ২,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বাদী তার লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন যে, আসামী হানিফ তার নিকট প্রতিবেশী। তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি সমযোতায় উপনীত হয়েছেন সে কারণে বাদী তার রুজুকৃত মামলা পরিচালনা করতে চাননা মর্মেও তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	এফ,আর,টি দাখিলের অনুমোদন।